দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 JAN 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ কর্মকর্তা কর্মচারী বদলী সংস্কার অব্যাহত

এক সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন

স্টাফ রিপোর্টার

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অব্যাহত সংস্কার প্রক্রিয়ায় এবার নয় কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বদলী করা হয়েছে। জানা গেছে, অচিরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলী করা হবে। এদিকে, সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. ওয়াকিল আহমেদ ও প্রো-ভিসি প্রফেসর জামাল উদ্দিন আহমেদের অনিয়ম তদন্তে ড. জাহেদুল করিমকে প্রধান পৃঃ ৫ কঃ ৬

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯

১২-এর পৃষ্ঠার পর

করে এক সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এক অফিস আদেশে গতকাল (রোববার) সাবেক ভিসির প্রধান সচিব মোঃ নুরুল আমিনকে তথ্য পরামর্শ ও নির্দেশনা ইউনিটে বদলী করা হয়েছে। তার স্থলে আব্দুল হাই সিদ্দিককে প্রধান সচিবের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ভিসির সচিব নাজিমউদ্দিনকে কম্পিউটার এন্ড আইসিটি ইউনিটে বদলী করা হয়েছে। এছাড়া ভিসির দফতরের সেকশন অফিসার মোঃ সাজ্জাদ হোসেন ও ট্রেজারার দফতরের সেকশন অফিসার এটিএম শামসুজ্জামানকে অ্যাকাডেমিক বিভাগে, উচ্চমান সহকারী মোঃ কবির হোসেনকে পরীক্ষা বিভাগে এবং উচ্চমান সহকারী মোঃ মাহবুবুর রশিদকে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটে, সাব টেকনিক্যাল অফিসার গোলাম আজম, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ও টেকনিক্যাল অফিসার মোহাম্মদ আলী আকবর খন্দকারকে কম্পিউটার এন্ড আইসিটি ইউনিটে বদলী করা হয়েছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার খুরশেদ-উজ-জামান, উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন) ড. মীর মনজুর মাহমুদ, উপ-কলেজ পরিদর্শক মোঃ রুহুল আমিনসহ আরো কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বদলী করা হতে পারে।

জানা গেছে, গতকাল এক অফিস আদেশে কলেজ শাখার পরিদর্শন শাখার ডেপুটি ইন্সপেক্টর মোঃ এনামুল করিমকে দশদিনের জন্য জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এদিকে ভিসির ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে আব্দুর রাজ্জাককে, আমির হোসেনকে সাব টেকনিক্যাল অফিসার হিসেবে এবং সহকারী রেজিস্ট্রার সাইফুল ইসলামকে ভিসির দফতরে আনা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২১ ডিসেম্বর ভিসি পদ হতে প্রফেসর ওয়াকিল আহমেদ অপসারণের পর ২৭ ডিসেম্বর ভিসি এবং ট্রেজারারের দায়িত্ব পালনের শপথ নেন প্রো-ভিসি সৈয়দ রাশিদুল হাসান। গত ২ জানুয়ারী প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ ইব্রাহিম বহিষ্কার হন এবং জনসংযোগ পরিচালক মোহাম্মদ মোবারক-এর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা হয়। তারপরও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের